তদ্বাসনাহারিত্বমাহ তৈস্তান্যঘানি পূয়ন্তে তপো দান-ব্রতাদিভিঃ। নাধর্ম্মজং তদ্ধৃদয়ং তদপীশাঙ্ঘ্রি সেবয়া ॥ ১২৯ ॥

অধর্ম্মাজ্জাতং তেষামঘানাং হৃদয়ং সংস্কারাখ্যা ন শুধ্যতি তদপীশাঙ্ঘ্রি সেবয়া শুধ্যতীত্যর্থঃ। পাদ্মে চ অপ্রারব্ধফলং পাপং কূটং বীজং ফলোন্মুখম্। ক্রমেণৈব বিলীয়ন্তে বিষ্ণুভক্তিরতাত্মনাম্॥ ইতি। অপ্রারব্ধফলং বক্ষ্যমাণেভ্যোঽন্যৎ। বীজত্বোন্মুখং কূটং, বীজং প্রারব্ধত্বোন্মুখং, ফলোন্মুখং প্রারব্ধমিত্যর্থঃ ॥ ৬।২ ॥ শ্রীবিষ্ণুদূতা যমদূতান্ ॥ ১২৯ ॥

শ্রীহরিভক্তির পাপ-প্রবৃত্তিহারিত্ব বলিতেছেন। যথা—

তৈস্তান্যঘানি পূয়ন্তে তপোদানব্রতাদিভিঃ।
নাধর্ম্মজং তদ্ধৃদয়ং তদপীশাঙ্ঘ্রি সেবয়া ॥ ৬।২।১৭।

শ্রীবিষ্ণুদূতগণ যমদূতগণকে কহিলেন—হে যমদূতগণ! সেই সকল তপস্যা দান ও ব্রতাদি দ্বারা সেই সকল পাপই নাশ হইয়া থাকে ; কিন্তু অধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন পাপীর মলিন হৃদয় শোধিত হয় না। অথবা সেই সকল পাপের হৃদয় অর্থাৎ সংস্কার নষ্ট হয় না, যে পাপ সংস্কার ও হরিচরণ সেবা-কীর্ত্তনাদি দ্বারা শোধন হইয়া থাকে। এস্থানের অভিপ্রায় এই যে—দীপ প্রজ্জালনের দ্বারা যেমন গাঢ় অন্ধকার রাশি নষ্ট হয়, তেমনই একবার উচ্চারিত শ্রীকৃষ্ণনামে মহাপাপসকলও নষ্ট হইয়া থাকে। দীপ ধারণ করিয়া রাখিলে যেমন আর অন্ধকার আসিতে পারে না, তেমনি অনবরত শ্রীনাম রসনায় থাকিলে পাপান্তরের উৎপত্তি হইতে পারে না। সেই অনবরত নামকীর্ত্তন হইতে পাপ-বাসনা ক্ষয় হয় বলিয়া হৃদয়ের শোধন হইয়া থাকে। এইজন্যই "স্মরতাং তমহর্ণিশম্"—ইত্যাদি শ্লোকেও শ্রীনামের অনবরত কীর্ত্তনের বিধান করা হইয়াছে এবং তাহাতে পাপপ্রবৃত্তি ক্ষয় হইয়া থাকে। এস্থানেও তাহাই বলিলেন—"গুণানুবাদঃ খলু সত্ত্বভাবনম্" অর্থাৎ শ্রীহরির নাম-গুণাদির নিরন্তর কীর্ত্তন করিলে পাপ করিবার সংস্কার পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া থাকে। অতএব, এই অজামিলের শ্রীহরিনামের দ্বারাই সর্ব্বপাপ ক্ষয় হইয়াছিল এবং মহাপুরুষগণের দর্শন দ্বারা বাসনাও ক্ষয় হইয়াছিল—এইরূপ অর্থই বুঝিতে হইবে॥ ১২৯ ॥

অধর্ম্ম হইতে জাত যে সকল পাপের সংস্কার নামক হৃদয় শোধন হয় না, সে হৃদয়ও অর্থাৎ পাপ করিবার সংস্কারও হরিচরণ সেবায় শোধন হইয়া থাকে—এইরূপ অর্থই বুঝিতে হইবে।

পদ্মপুরাণেও উল্লেখ আছে—